যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 16 2006

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ধর্মঘটের পাশাপাশ বিক্ষোভ সমাবেশ শিক্ষক মিছিলে লাঠিচার্জে আহত ৭

আজকালের মধ্যে সমাধান হতে পারে : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

যাযাদি রিপোর্ট

বেতনের সরকারি অংশ বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মিছিলে লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে হাতাহাতি ও লাঠিচার্জের এ ঘটনা ঘটে। ঐক্য পরিষদের দাবি, পুলিশের হামলায় কমপক্ষে সাতজন আহত হয়েছে। এর মধ্যে সহকারী শিক্ষক সমিতির যুগ্ম মহাসচিব মনি হালদারের মাথা ফেটে গেছে। তাকে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে কাল দেশের সব উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঐক্য পরিষদ। অন্যান্য সংগঠনও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে। বেতনে সরকারি অংশ ১০ শতাংশ বৃদ্ধির দাবিতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘটের গতকাল ছিল নবম দিন। এ ধর্মঘটে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা অবিলম্বে অচলাবস্থা দূর করতে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান পৃঃ ১৫ কঃ ৪ জানিয়েছেন।

ধর্মঘটের পাশাপাশি বিক্ষোভ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি পূরণের ব্যাপারে আন্তরিক। আজ এ ব্যাপারে অগ্রগতি হতে পারে।

১৭ দফা দাবিতে আবদুল আউয়াল সিদ্দিকীর নেতৃত্বে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আটটি সংগঠন ৮ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘট পালন করে আসছে। ধর্মঘটের পাশাপাশি শিক্ষকদের এ মোর্চা গতকাল সমাবেশ করেছে মুক্তাঙ্গনে। সমাবেশ শেষে দুপুর সোয়া ১২টায় মুক্তাঙ্গন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন কয়েকশ' শিক্ষক-কর্মচারী। এর ঠিক আগে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি একটি ছোট মিছিল বের করে। এতে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ নেতারা অভিযোগ করেন, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি বিঘ্নিত করতে শিক্ষক সমিতি তড়িঘড়ি অল্প কিছু লোক নিয়ে মিছিল বের করে। ঝামেলা এড়াতে ঐক্য পরিষদের মিছিলটি জিরো পয়েন্টে না গিয়ে ঘুরে পল্টনের দিকে আসে। মিছিলটি হঠাৎ দিক বদলানোয় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সেখানেই আটকে দেয়ার চেষ্টা করে। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশের হামলায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা রাস্তায় বসে সমাবেশ করে পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানান। পুলিশ মুক্তাঙ্গন থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।

পুলিশের লাঠির আঘাতে শিক্ষক নেতা মনি হালদারের মাথা ফেটে তার শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। ঐক্য পরিষদ দাবি করেছে, পুলিশের লাঠিচার্জে সাতজন শিক্ষক আহত হয়েছেন। আহত অন্যরা হলেন রঞ্জিত কুমার সাহা, অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, যাদব কুমার, অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, শরফুদ্দিন ভূঁইয়া ও আজহারুল ইসলাম সাজু।

পুলিশি হামলার প্রতিবাদ : পুলিশি হামলার প্রতিবাদে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আগামীকাল দেশের সব উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করবে। ১৯ জুলাই বিক্ষোভ করবে কারিগরি শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া ও জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ পৃথক বিবৃতিতে ঐক্য পরিষদের মিছিলে পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

প্রফেসর শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আরেক অংশ গতকাল রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে। শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ আজ ও কাল সব জেলা-উপজেলায় সমন্বয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে একদিন পরপর বিক্ষোভ সমাবেশ ও জনগণের স
মতবিনিময় করবে। এছাড়া আজ বে
১১টায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও কর
কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতি।

অভিভাবকদের আকুতি : ১০ শতাংশ বো
বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারী
অব্যাহত ধর্মঘটে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্
এখন অচল। এ অবস্থায় বেসরকারি শি
অভিভাবক ফোরাম গতকাল এক বিবৃতি
বলেছে, আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারী
যৌক্তিক দাবি মেনে না নিয়ে সরক
শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অনিশ্চয়তার মু
ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষকদের দাবি মেনে নি
ক্লাস রুমে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ফোরা
আহ্বায়ক জহির আলম স্বাক্ষরিত বিবৃতি
আহ্বান জানানো হয়।

কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের
অনশনের হুমকি : বিরোধী দল সমর্থি
কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির
প্রতিনিধি সভা গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মি
চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির সভাপতি হাবিবুল আহসান বাব
সভাপতিত্বে সভায় আগামী ৩০ জুলাই
মধ্যে কমিউনিটি শিক্ষকদের জাতীয় বে
স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি বাস্তবায়ে
আহ্বান জানানো হয়। অন্যথায় ১ আগ
থেকে সব কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যা
বন্ধ ঘোষণা এবং ৬ আগস্ট থে
আবার শহীদ মিনারে আমরণ অনশন
করা হবে।